গার্মেন্টস শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি দারিদ্র্যতা হ্রাস প্রকল্প

(গার্মেন্টস প্রকল্প)

মঙ্গা থেকে মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে একটি নতুন উদ্যোগ

অর্থায়নে সিঁড়ি/ইইপি

অংশীদারিত্বে বাংলাদেশ সরকার ও ডিএফআইডি

বাস্তবায়নে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)

গাইবান্ধা জেলা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম দরিদ্রপ্রবণ একটি জেলা। ৭টি উপজেলা ৩টি পৌরসভা ও ৮২ টি ইউনিয়নে প্রায় ২৫ লাখ লোকের বসবাস এই জেলায়। তিনটি বৃহৎ নদী যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা জেলার ৪টি উপজেলার ২৩ টি ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত। জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ নদী বেষ্টিত চরাঞ্চলে বাস করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে সারাবছর নদীভাঙ্গন, বন্যা, শৈত্যপ্রবাহ, মঙ্গা, কালবৈশাখী ঝড়সহ নানা দুর্যোগ ও চরম দারিদ্র্যের সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করেই বাঁচতে হচ্ছে এ জেলার মানুষকে।

জেলায় কোন শিল্প কল-কারখানা গড়ে না ওঠায় স্থানীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণই কৃষিনির্ভর। কিন্তুকৃষি সারা বছর আয় ও কর্মসংস্থানের যোগান দিতে পারছে না। ফলে ভূমিহীন ও কর্মহীন মানুষের ক্রমবৃদ্ধির সাথে যোগ হচ্ছে দরিদ্র থেকে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া। এই নিঃস্ব পরিবারসমূহের অধিকাংশ সদস্যই আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং নারী ও শিশুরা এলাকাতেই দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অনাহার অর্ধাহারকে সঙ্গী করে চরম কষ্টে জীবন-যাপন করে থাকে। এই অঞ্চলে বছরে কিছু সময়ে কাজ ও অর্থ না থাকায় মঙ্গা বা আকাল দেখা দেয়। মুলত এই অঞ্চল থেকে মঙ্গা স্থায়ীভাবে দূর করার লক্ষ্যে দেশের গামের্ন্টর্স শিল্পে দরিদ্র পরিবারের যুবক-যুবতিদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গার্মেন্টস কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি দারিদ্রতা হ্রাস প্রকল্প (গার্মেন্টস প্রকল্প) গ্রহণ করা হয়েছে।

বাস্তায়নকারী সংস্থা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK) দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে বিগত ২৭ বছর যাবত বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জিইউকে গাইবান্ধা জেলা ছাড়াও রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নিলফামারী ও রংপুর জেলায় উন্নয়ন কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। প্রতিটি স্তরের জনগণ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের যোগসূত্র হিসেবে ইতোমধ্যে সহযোগী সংগঠন হিসেবে জিইউকে সকল স্তরে আস্থা অর্জন করেছে।

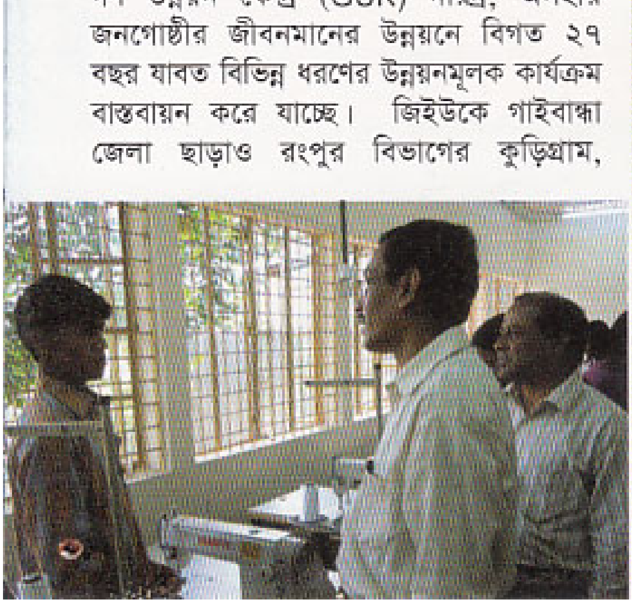

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দের লক্ষ্য ১ এর টার্গেট ১ ও ২ অর্জনে সহযোগিতা করা

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য

২০১৩ সালের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের ১১৬০টি অতি দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের (কমপক্ষে ৫০% নারী) দারিদ্রতা বিমোচন।

উদ্দেশ্য

- অতিদরিদ্র পরিবারের আগ্রহী নারী ও পুরুষ ব্যক্তিদের (কমপক্ষে ৫০% নারী) ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন অপারেটর হিসেবে দক্ষ করে তোলা;
- লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগীদের প্রতিষ্ঠিত ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন অপারেটর হিসেবে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং
- লক্ষ্যভুক্ত উপকারভোগী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাঝে মৌলিক অধিকার ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

মূল কার্যক্রমসমূহ

- অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর মধ্যে থেকে নিবিড়ভাবে জরিপ এবং পারিবারিক প্রোফাইল তৈরি করে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন
- ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন পরিচালনা বিষয়ে মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস এ দুইমাস ব্যাপী ইন্টার্ণশিপ এবং উপকারভোগীদের আবাসন এর ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস এ উপকারভোগীদের চাকুরীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা;
- উপকারভোগীদের পরিবারে ক্ষুদ্র আকারের

আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা;

- উপকারভোগী ও তাদের পরিবারে জন্য নিয়মিত ফলো-আপ সহায়তা অব্যাহত রাখা;
- স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমের সাথে প্রচারণামূলক কার্যক্রম।

কর্মএলাকা

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে গাইবান্ধা সদর উপজেলার বোয়ালী, মালিবাড়ী, ঘাগোয়া, কামারজানী, গিদারী, বাদিয়াখালী, খোলাহাটি, বল্লমঝাড়, রামচন্দ্রপুর এবং মোল্লারচরন ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে।

এছাড়াও কিছু কার্যক্রম যেমন: প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরী, গণমাধ্যমে প্রচারণা, প্রাইভেট সেক্টরের সাথে শেয়ারিং মিটিং ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও এবং গাজীপুর জেলায়।

প্রকল্পের উপকারভোগী

মোট ১১৬০ জন উপকারভোগী সরাসরি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবেন। যার মধ্যে কমপক্ষে ৫০% হবেন নারী। ১১৬০ জন উপকারভোগীর পরিবার থেকে আনুমানিক ৫৮০০ জন এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন। এছাড়াও তৈরী পোষাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, Bangladesh Garments Manufacturers and

Expoters Association (BGMEA) Apex Adelchi Footwear Limited, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং গণমাধ্যম এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেকহোল্ডার।

প্রকল্পের উপকারভোগীর বৈশিষ্ট্য

- যাদের চাষযোগ্য জমি নেই;
- বছরে ৪ মাস দিনে দুই বেলার বেশী খাবারের সামর্থ নেই;
- ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত নয় এমন পরিবার;
- নদীভাঙন অথবা ভাঙনপ্রবণ এলাকায় ঘর অথবা দুর্যোগপ্রবন এলাকায় বসবাস করে;
- পরিবারের মাসিক সর্বোচ্চ আয় ২,০০০ টাকার বেশি না;
- উৎপাদনযোগ্য সম্পদ: যার মূল্যমান সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকার বেশি নয়;
- নারীপ্রধান পরিবার যেখানে উপার্জনক্ষম পুরূষ নাই;
- বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, জায়গা কম;
- পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে;
- শিশু শ্রমের মাধ্যমে পরিবার পরিচালিত হয়;
- অন্যের জায়গায় বসবাস করে;
- সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পায়, তবে অনুদানের পরিমান খুব কম;
- সরকারি সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য কিন্তু পাচ্ছেন না।

প্রকল্প মেয়াদ

প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১০ সালে শুরু হয়ে নভেম্বর ২০১৩ সালে শেষ হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফলসমূহ

ফলাফল ১	-অতিদরিদ্র পরিবারের ১১৬০ জন ব্যক্তি (কমপক্ষে ৫০% নারী) ওভেন গার্মেন্টস এর দক্ষ মেশিন অপারেটর হিসেবে গড়ে উঠবে;
ফলাফল ২	অতিদরিদ্র পরিবারের ১১৬০ জন ব্যক্তির (কমপক্ষে ৫০% নারী) ওভেন গার্মেন্টস এর মেশিন অপারেটর হিসেবে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হবে;
ফলাফল ৩	সরকারি বিভিন্ন সহযোগিতা এবং ছোট মাত্রার আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের মাধ্যমে প্রকল্পের ১১৬০ টি উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের খাদ্য গ্রহণের পরিমানগত ও গুনগত মান বৃদ্ধি হবে।

অর্থায়নকারী সংস্থা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে Stimulating Household Improvements Resulting Empowerment (shiree). This is a part of the initiatives of the Economic Empowerment of the Pooorest (EEP) Challenge fund with the partnership between UKaid of DFID and GoB.

এক নজরে প্রকল্পের অগ্রগতি

(ডিসেম্বর ২০১০ হতে নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)

- প্রকল্পের কর্মএলাকার ১০টি ইউনিয়নে পিআরএ সম্পন্ন করা
- বিজিএমইএ এর সাথে প্রকল্প অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে
- প্রকল্প এলাকায় ১০টি ইউনিয়নে অবহিতকরণ সভা করা হয়েছে
- এপেক্স এডেলকি ফুটওয়ার লিঃ এবং ৪টি গার্মেন্টস এর সাথে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর
- প্রকল্প বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং
- ৯৯৬ জন উপকারভোগী নির্বাচন (যুবক-৩৯২, যুবতী-৬০৪)

- ১৮০টি পরিবারের সদস্যদের সাথে অভিভাবক সভা করা হয়েছে
- ৭১৩ জন (যুবক ৪১৯ জন যবতী ২৯৪ জন) কে নিয়ে মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণণ সম্পন্ন হয়েছে
- ৭১৩ জন উপকারভোগীর জন্য ১৪টি বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন সম্পন্ন করা হয়েছে
- ৭০০ জন (যুবক ৪১৫ জন-যুবতী ২৮৫ জন) প্রশিক্ষনার্থী দুই মাসের ইর্ন্টাণশীপ কার্যক্রমে যোগদান করেছে
- ৭১৩ জন উপকারভোগীর CMS-1 (Household Baseline Profile) সম্পন্ন
- ১০টি নির্বাচিত দলে ঈগঝ-৪ (Quarterly Group Reflections) চলমান রয়েছে
- ৫ জন নির্বাচিত উপকারভোগীর CMS-5 (Household Tracking Study) চলমান রয়েছে
- ৬৬৩টি পরিবারের ঋউচ (Family Development Plan) তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে
- ৪৫০টি পরিবারে আয়বৃদ্ধিমূলক সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে
- ৪৫০ টি পরিবারের সদস্যদের জন্য সচেতনতামূলক সেশন আয়োজন
- ৫টি স্থানীয় এবং ৭টি জাতীয় পত্রিকায় ২১ টি সংবাদ প্রকাশিত এবং ৯টি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে মোট ১৩টি সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হয়েছে ।
- সরকারি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি, দাতা সংস্থা, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিগণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং কর্মএলাকা পরিদর্শন করেন।

প্রকল্প বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, পোস্ট বক্স-১৪
গাইবান্ধা-৫৭০০
ফোন: ০৫৪১-৮৯০৪২
সেল ফোন: ০১৭১৩৪৮৪৬৯৬

ওয়েব সাইট:
www.guk.org.bd